দৈনিক সংবাদ

তারিখ APR 26 1999
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ২

ইউপি মহিলা চেয়ারম্যান ও সদস্যদের প্রতি প্রধানমন্ত্রী

দুর্নীতি, অন্যায়-অবিচার ও নারী নির্যাতনকে রুখে দাঁড়ান

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, স্থানীয় সরকার নির্বাচনে বিপুলসংখ্যক নারীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও ভোটদান প্রমাণ করেছে, নারী জেগেছে; নারী অধিকার-সচেতন হয়েছে। জাগ্রত নারী সমাজকে সাহস যোগাতে এবং দুর্নীতি, অন্যায়-অবিচার ও নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে আস্থা ও দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে রুখে দাঁড়ানোর জন্য তিনি ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত মহিলা চেয়ারম্যান ও সদস্যদের প্রতি আহ্বান জানান।

গতকাল রোববার বিকেলে শেরে বাংলানগরস্থ রপ্তানি মেলা মাঠে আয়োজিত ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত মহিলা চেয়ারম্যান ও সদস্য সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে তিনি বক্তৃতা করছিলেন। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগ এবং জাতীয় মহিলা সংস্থা যৌথভাবে এ সম্মেলনের আয়োজন করে। সারাদেশ থেকে ইউনিয়ন পরিষদের ১৩ হাজার ৪শ' ১৩ জন নির্বাচিত মহিলা চেয়ারম্যান ও সদস্য সম্মেলনে যোগ দেন।

জাতীয় মহিলা সংস্থার চেয়ারম্যান আইভি রহমানের

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সম্মেলনে ভাষণ দেন।

সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সম্মেলনে আরো বক্তব্য রাখেন, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়মন্ত্রী জিল্লুর রহমান, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক জিনাতুন নেসা তালুকদার, স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব বদিউর রহমান, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব অধ্যাপিকা তাহমিনা হোসেন এবং নির্বাচিত মহিলা চেয়ারম্যান ও সদস্যদের পক্ষ থেকে বেগম আলেয়া জলিল, লক্ষ্মীরানী দাস, মাহেরু পারুল, জয়ন্তী রানী সরকার, দিলরুবা হালিম ও শাহিনা চৌধুরী। সকলকে ধন্যবাদ জানান জাতীয় মহিলা সংস্থার পরিচালনা পরিষদের সদস্য বেবি মওদুদ।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, গ্রামবাংলায় ইউনিয়ন পরিষদের সরাসরি ভোটে নারী প্রতিনিধি নির্বাচন কূপমণ্ডূকতার মূলে আঘাত হেনেছে, ভেঙে ফেলেছে যুগ যুগ ধরে চলে আসা অচলায়তন। তিনি বলেন, আজ নারী মর্যাদা চায়, নারী ক্ষমতা ও দায়িত্ব চায়, নারী দেশ উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে চায়। মূল্যবোধের অবক্ষয় রোধে সোচ্চার হওয়ার জন্যও তিনি মহিলা চেয়ারম্যান ও সদস্যদের প্রতি আহ্বান জানান।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আপনাদের প্রধানমন্ত্রী নারী, বিরোধীদলীয় নেত্রীও নারী। আপনাদের কোন ভয় নেই। আপনারা জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি। জনগণই আপনাদের শক্তি। শিক্ষার আলো এবং স্বাস্থ্যসেবা সাধারণ মানুষের দ্বারে পৌঁছে দিয়ে ক্ষুধা, দারিদ্র্য, বঞ্চনা, নিরক্ষরতামুক্ত সোনার বাংলা গড়ে তোলার যে কর্মসূচি বর্তমান সরকার হাত নিয়েছে, তা আপনাদের সফল করতে হবে। আমরা আপনাদের পেছনে আছি। তিনি বলেন, বহু ত্যাগী ও সংগ্রামী নারী নেতৃত্ব এ দেশের রাজনীতি, সংস্কৃতি, শিক্ষা, সাহিত্য ও সমাজ সংস্কারের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অসামান্য অবদান রেখেছেন ও রাখছেন। নারী সমাজ আর পিছিয়ে থাকতে পারে না। নারীকে আপন শক্তিতে বলীয়ান হয়ে একাধারে মাতা, কন্যা ও জায়া হিসেবে এবং অন্যদিকে কর্মজীবী, নেতা, কর্মী ও জনপ্রতিনিধি হিসেবে সংসারে ও জাতীয় উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখতে হবে। রাষ্ট্রীয় জীবনের বিপুল উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে দেশের সমগ্র নারী সমাজকে সম্পৃক্ত করার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা রাখার জন্য তিনি নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে ইউনিয়ন পরিষদের মহিলা চেয়ারম্যান ও সদস্যদের প্রতি আহ্বান জানান।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ৪র্থ পাঁচসালা পরিকল্পনাকালে মহিলা বিষয়ক খাতে বরাদ্দ ছিল ৪৫ কোটি টাকা, ৫ম পাঁচসালা পরিকল্পনাকালে এ খাতে প্রায় ৮ গুণ বাড়িয়ে ৩শ' ৩৫ কোটি ৮০ লাখ টাকায় নির্ধারণ করা হয়েছে। নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা ও ক্ষমতায়তনে তার সরকার ৫ম পাঁচসালা পরিকল্পনাকালে ১৩ দফা উন্নয়ন কর্মসূচি হাত নিয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

প্রধানমন্ত্রী মহিলাদের অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দান, প্রশিক্ষিত মহিলাদের ৪০ কোটি ৬৫ লাখ টাকা ঋণ প্রদান, ১৩টি ডে কেয়ার সেন্টার চালুসহ বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের কথা জানান।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়মন্ত্রী জিল্লুর রহমান বলেন, মহিলা সদস্যরা যাতে বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে বেশি অবদান রাখতে পারেন সে উদ্দেশ্যে স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশ সংশোধন করে ৭টির আওতায় ১২টি স্ট্যান্ডিং কমিটি গঠনের বিধান করা হয়েছে।

আইভি রহমান বলেন, যারা নারী ও পুরুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার নীতির বিরুদ্ধে। তারা আজ সক্রিয়। তারা পবিত্র ধর্মের নামে এর বিরোধিতা করছে। তাদের অনেকেই ১৯৭১ সালে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছিল। তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য তিনি নারী সমাজের প্রতি আহ্বান জানান।